আর অন্যদিকে আছে সরকারী-বেসরকারী এবং দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর ডিপ্লোমা কোর্স, শর্টকোর্স প্রভৃতি। এর মধ্যে মুক্ত বাজার অর্থনীতির বাতাবরণে দেশে আগমন ঘটেছে ভারত। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুরভিত্তিক আইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর। বলতে গেলে বাণিজ্যিক ধারার স্বল্পমেয়াদী কোর্সেই মানুষের আগ্রহ বেশি। অন্যদিকে চার বছরের মূলধারার আইটি শিক্ষা সম্প্রসারিত হলেও কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছতে পারেনি। [illegible]

হতে থাকবে। এ কারণে অবিলম্বে আন্তমহাসাগরীয় অপটিক্যাল ফাইবারের সাথে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। [illegible] স্যাট-এর মাধ্যমে সংযোগ অব্যাহত থাকলে তা শ্লথগতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, এবং খরচও খুব একটা কমবে না। যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা ইন্টারনেট ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হতেই থাকবে, যা সু স্পষ্টভাবে তাদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা থেকে বঞ্চিত করার নামান্তর। এই একবিংশ শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তির স্ফুরণের যুগে তা কোনক্রমেই মেনে [illegible]

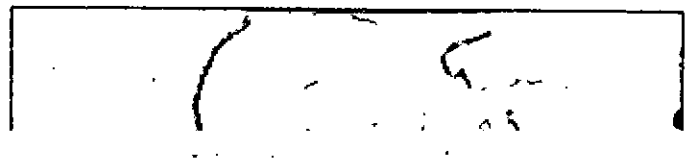

তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা এ সময়কার সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। দেশের হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও পেশাজীবী এখন ঝুঁকছেন আইটি শিক্ষার দিকে। বলতে গেলে গণজোয়ার এখন কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায়। মূলত দু'টি ধারায় চলছে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটভিত্তিক তিন/চার বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্স।

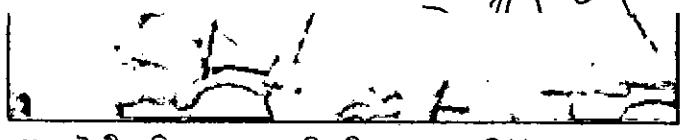

বড় সমস্যা শিক্ষকের অভাব

বেকার।

জনকণ্ঠ : *তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য আহরণে বিদ্যমান পদ্ধতি সন্তোষজনক কি?*

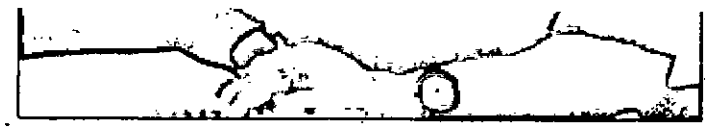

ড. মফিজ : বিদ্যমান পদ্ধতি সন্তোষজনক নয়। ইন্টারনেটের সুবিধা ছাত্রছাত্রীদের না দিতে পারলে সীমাহীন জ্ঞানভাণ্ডার ও তথ্য থেকে ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত [illegible]

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

7/12/2001

বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে অনেক ওঠানামা করবে। বেসরকারী পর্যায়ে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোর মধ্যে এক ধরনের অরাজকতা বিরাজ করছে যা অবিলম্বে দূর করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইনস্টিটিউটগুলোতে শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। এই মান বাড়াতে না পারলে এখান থেকে পাস করা গ্রাজুয়েটরা [illegible]

ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান, বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড [illegible]

ড. লুৎফর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ, ঢাকা

এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. লুৎফর রহমান।

জনকণ্ঠ : *বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়ে আপনার সামগ্রিক মূল্যায়ন কি?*

ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান : বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক যদিও তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লেখযোগ্য নয়, সরকারের বিশেষ নজরও নেই এ নিয়ে। অথচ তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক বাংলাদেশ গড়তে মূলধারা থেকে শিক্ষা পর্যন্ত আইটি পেশাজীবীদের প্রয়োজনীয়তা দ্বিধাহীনভাবে অপরিহার্য। তথ্যপ্রযুক্তির মূলধারার শিক্ষা নিয়ে জনকণ্ঠের সঙ্গে আলাপচারিতায় মিলিত হয়েছিলেন বুয়েট কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান [illegible] সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনোলজি ইনস্টিটিউট কম্পিউটার সায়েন্স পড়ানো হচ্ছে। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানেই কম্পিউটার সায়েন্স। এরমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেছে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক কোর্স। এত কিছুর পরও নানা সমস্যায় জর্জরিত মূলধারার তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা। বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য [illegible]

কোনটি?

ড. মফিজ : তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা শিক্ষকের অভাব। এই অভাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত।

শিক্ষকদের সবার মতো একই বেতন প্রদান করা হয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে ভাল আইটি শিক্ষক পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাই আইটি শিক্ষকদের যথাযথ সুবিধা দিতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছে, কিন্তু ভৌত অবকাঠামো বাড়ানো হয়নি, যার ফলে শিক্ষার মান ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ সরকারের এই বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া উচিত।

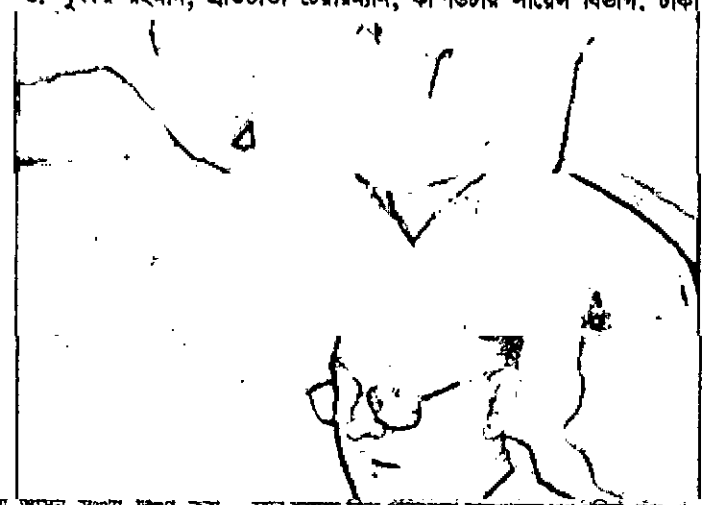

সভা হয়েছে কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শ্লথ গতির কারণে কাজটি ঠিকমতো হচ্ছে না। বিরাজমান পরিস্থিতিতে প্রকৃত তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষিতের হার খুব ধীর গতিতে বাড়বে; আর, তৈরি হতে থাকবে অপূর্ণ আইটি শিক্ষায় শিক্ষিত অসংখ্য

[illegible] সদিচ্ছার মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারত। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের নীতিনির্ধারকরা হচ্ছেন সংসদ সদস্য। তাঁদের মধ্যে প্রযুক্তিগত ও বিজ্ঞান বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে প্রযুক্তির এ যুগে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হবে না। আমাদেরও এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

জনকণ্ঠ : *শিক্ষানীতিতে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার বিষয়টি* অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক তৈরি জরুরী। তাহলে দূর শিক্ষণের মাধ্যমে সবধরনের শিক্ষা দেয়া সম্ভব হতো। বর্তমানে রেডিও লিঙ্ক ব্যবহারে তা সম্ভব হলেও খুব ব্যয়বহুল হবে।

জনকণ্ঠ : *আমাদের নীতিনির্ধারকদের কাছে তথ্যপ্রযুক্তি কতটুকু গুরুত্ব পাচ্ছে?*

[illegible] হতো।

জনকণ্ঠ : *বাংলাদেশে নলেজ ব্যাংক, ই-এডুকেশন চালুর—সম্ভাবনা কতটুকু?*

ড. মফিজ : হাই স্পীড টেলিকমিউনিকেশন সুনিশ্চিত করতে না পারলে ই-এডুকেশন, নলেজ ব্যাংকই কোন কিছুই গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এর জন্য দেশের ভিতরেও নেয়া যায় না।

ড. লুৎফর : তথ্য আহরনের ব্যাপারটি অবকাঠামোগত সুবিধার অভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। যদি দেশ ব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া সম্ভব হতো-ন্যূনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হলে রিসোর্সের অভাব হতোনা। একটা কেন্দ্রীয় ডাটা সেনআর বা রিসোর্স সেন্টার [illegible] উৎসাহ প্রদান এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে সরকারী অনুদান বৃদ্ধি।

ফয়সল আহসান

[illegible] হচ্ছে না এবং হলেও এত ধীর গতিতে যা অভীষ্ট ফল লাভে ব্যর্থ হচ্ছে। পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত দ্রুত গতিতে বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী ও যোগ্য মাধ্যম দরকার।

ড. লুৎফর : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক অনটন দেশের মূলধারার তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে বিঘ্নিত করছে। এখানে গবেষণার কালচার তৈরি হচ্ছে না।

জনকণ্ঠ : *তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার সবচেয়ে বড় সমস্যা* [illegible] প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে, ল্যাব সুবিধা অপ্রতুল, ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেই। তাছাড়া সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি নেই; যা অবিলম্বে করা উচিত।

জনকণ্ঠ : *তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার সবচেয়ে দুর্বল দিক কোনটি?*

ড. মফিজ : সিদ্ধান্তহীনতা ও সঠিক পরিকল্পনার অভাব-তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার সবচেয়ে দুর্বল দিক। বেশিরভাগ [illegible] বলতে গেলে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় জনসাধারণের আগ্রহ এক ধরনের গণজাগরণ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে এটাকে আমরা মূলধনে পরিণত করতে পারছি না।

ড. লুৎফর রহমান : আমাদের দেশের চার বছরের অথবা তিন বছরের স্নাতক পর্যায়ের আইটি শিক্ষার কারিকুলাম ঠিক আছে। কিন্তু যখন তা পরিচালনা করা হয় অনেক [illegible]

[illegible] সুযোগ নেই। ঢাকার বাইরে ভাল শিক্ষক যেতে চান না। যাতে তাঁরা যান সে জন্য আকৃষ্ট হবার মতো সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।

ডা. লুৎফর : আইটি এখন সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন বিষয়। তাই এ বিষয়ের ভাল শিক্ষকের ব্যাপক চাহিদা। তাছাড়া শিক্ষকতার চেয়ে আইটি পেশাজীবী হওয়া আর্থিকভাবে অনেক লাভজনক। অন্যদিকে আমাদের এখানে আইটি [illegible] হবে যা দেশের ভিতরেও ভাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে করা সম্ভব। প্রয়োজন হলে দেশের বাইরে উচ্চতর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আসল কথা হলো আমাদের বুঝতে হবে যে ট্রেনিং সবচেয়ে বেশি দরকার শিক্ষকদের যারা তাদের ট্রেনিং থেকে লব্ধ জ্ঞান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবেন। আমাদের দেশে ট্রেনিংয়ের সুবিধা রোগ করে থাকেন. অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ [illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট

ড. লুৎফর : ভাল শিক্ষকের এবং যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষকের অভাব। আর্থিক কারণে অনেকেই শিক্ষকতার চেয়ে বাণিজ্যিক ও পেশাজীবী কাজে নিয়োজিত হচ্ছেন।

জনকণ্ঠ : *শিক্ষক সমস্যা কিভাবে দূর করা যেতে পারে?*

ড. মফিজ : ভাল শিক্ষক পেতে হলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিতে হবে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের আকৃষ্ট করতে হবে। [illegible]

ড. লুৎফর রহমানের সাক্ষাতকার

সংযোগহীনতা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাবরেটরির অভাব শিক্ষার যথাযথ মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। ইদানীং [illegible] সৃষ্টি করছে। দুর্বল টেলিকমিউনিকেশন, ইন্টারনেটের

তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা নিয়ে ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান

এবং

বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। আর দেশের সরকারী কলেজগুলোতে বিষয়টি চালু করা দরকার।

জনকণ্ঠ : *অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাতে কি প্রভাব ফেলছে?*

ড. মফিজ : অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব [illegible]

দরকার। কোর্স কারিকুলামে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা চালু এবং প্রয়োগিক বিষয়বস্তু বাড়াতে হবে। বেসিস এবং বিসিএস দ্বারা ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে, যা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো অনুসরণ করবে এবং এই কারিকুলাম ও নিয়মিত আপটুডেট করতে হবে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও জাতীয়ভাবে ডিপ্লোমা দেবার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সব উন্নত দেশেই এই ব্যবস্থাগুলো রয়েছে। আমাদের দেশেও এই বিষয়ে অনেক সেমিনার, [illegible] হাইস্পীড ইন্টারনেট কানেকশন শিক্ষার্থীদের আরও এগিয়ে নিত। তাছাড়া সুসজ্জিত আধুনিক লাইব্রেরি এবং গবেষণার জন্য ল্যাব সুবিধা এখনও তৈরি হয়নি।

জনকণ্ঠ : *প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা কতটুকু ফলপ্রসূ হবে?*

ডঃ মফিজ : প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরনে আমাদের দ্রুত গতিতে মানবসম্পদ তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়বে। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর কোর্স কারিকুলাম ইউনিফরম হওয়া

ড. লুৎফর : অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় শিক্ষার্থীদের অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করছে; কিন্তু শিক্ষায় বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে না। কারণ সবচেয়ে মেধাবীরা যেহেতু তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে পড়ছে। তাই তারা নিজ মেধা দ্বারা চেষ্টা করছে, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্য এ চিত্র এক নয়। ক্যাম্পাসভিত্তিক নেটওয়ার্ক তার সাথে [illegible]

[illegible] *কি করা অত্যন্ত প্রয়োজন?*

ড. মফিজ : আন্তমহাসাগরীয় সাবমেরিন কেবেলের সঙ্গে সংযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগগুলোর আসন বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে আনুপাতিক হারে ভৌত অবকাঠামো তৈরি করা। এ পর্যন্ত গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন। প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন। তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও জাতীয় পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন। *বেসরকারী [illegible] আসতে পারে?*

ডঃ লুৎফর : প্রযুক্তির সঙ্গে ব্যবসার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর মতো বিজনেস এডুকেশনের সঙ্গে আইটি এডুকেশনের সমন্বয় ঘটাতে হবে। ফাইনানসিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজনেস ইনফরমেশন টেকনোলজি, বিজনেস কম্পিউটিং বিষয়গুলোর ওপর স্নাতক কোর্স চালু করা যেতে পারে।

জনকণ্ঠ : *দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার স্বার্থে এ সম্পর্কে কি কিভাবে আসা উচিত?*

ড. মফিজ : শিক্ষানীতিতে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক করা উচিত। এ ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা মাধ্যমের সঙ্গে ইংরেজীর দুর্বলতা অনেকটা কাটবে। এ ছাড়া স্কুল-কলেজ পর্যায়ের শিক্ষায় গাণিতিক ও যৌক্তিক বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

জনকণ্ঠ : *তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় নতুন নতুন কি বিষয়*